বৈচিত্র্য - সার্বভৌমত্ব - স্থায়িত্ব - শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

কিষাণ স্বরাজ সম্মেলন ২০২৬

কৃষক ও কৃষক গোষ্ঠীর শুভাকাঙ্ক্ষীদের মিলনস্থল

পূর্বাঞ্চল – ২৯, ৩০ ও ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ (বৃহ, শুক্র ও শনি)

আয়োজনে: অ্যালায়েন্স ফর সাসটেইনেবল অ্যান্ড হোলিস্টিক এগ্রিকালচার (আশা-কিষাণ স্বরাজ)

স্থান: সায়েন্স সিটি, জে বি এস হ্যালডেন এভিনিউ, কলকাতা-৪৬, পশ্চিমবঙ্গ

নিবন্ধনের আমন্ত্রণ!

https://sammelan.kisanswaraj.in/East-NE-India2026

অ্যালায়েন্স ফর সাসটেইনেবল অ্যান্ড হোলিস্টিক এগ্রিকালচার বা আশা-কিষাণ স্বরাজ নেটওয়ার্ক কলকাতার সায়েন্স সিটিতে ২০২৬ সালের ২৯, ৩০ ও ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ (বৃহ, শুক্র ও শনি) পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের জন্য কিষাণ স্বরাজের ষষ্ঠতম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ (পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব), আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, সিকিম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড এবং অরুণাচল প্রদেশের অংশগ্রহণকারীদের নাম নথীভুক্ত করতে এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আশা-কিষাণ স্বরাজ (www.kisanswaraj.in) একটি গোটা ভারত ব্যাপী নাগরিক-স্বেচ্ছাসেবকদের ঘরোয়া মঞ্চ ৪টি মূল স্তম্ভের উপর গুরুত্ব দিয়েছে।

পরিবেশগতভাবে টেকসই কৃষি নিশ্চিত করা

- খামারের আয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

- কৃষক এবং গ্রামীণ মানুষের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে খামারের সম্পদ, গোষ্ঠিগত মালিকানার উপর জোর দেওয়া

- উপভোক্তাদের নিরাপদ, পুষ্টিকর, বৈচিত্র্যময় এবং পর্যাপ্ত খাদ্য পাওয়ার সুযোগ সুনিশ্চিত করা

কিষাণ স্বরাজ সম্মেলন

কৃষিক্ষেত্রে ক্রম বর্ধমান সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করা এবং আমাদের পারস্পরিক বোঝাপড়াকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য "আশা" পর্যায়ক্রমে কিষাণ স্বরাজ সম্মেলন আয়োজন করে আসছে। আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৃথক ভাবে কাজ করলেও এখানে আমরা সবাই এক।

অতীতে ভোপাল (২০১৩), হায়দ্রাবাদ (২০১৬), আহমেদাবাদ (২০১৮) এবং মাইসুরু (২০২২) তে এই জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছিল। "আশা" ও এফ এ আই (অর্গানিক ফার্মিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া) এর

সাথে হাত মিলিয়ে এবং দ্বিবার্ষিক জৈব কৃষি সম্মেলনের সাথে সঙ্গতি রেখে চণ্ডীগড়ে ২০১৫ সালে একটি জৈব কৃষক সম্মেলন আয়োজন করেছিলো।

কিষাণ স্বরাজ সম্মেলন (কেএসএস) উদ্দেশ্য হল টেকসই কৃষির এগিয়ে থাকা প্রগতিশীল কৃষক, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, কর্মী, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, সামাজিক উদ্যোক্তা, লেখক ও সাংবাদিক, শিল্পী, সরকারি কর্মকর্তাদের একত্রিত করার। আমাদের সম্মেলনে কৃষকদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক সুষম বন্টন এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

২০২৬ সালে একটি জাতীয় সম্মেলনের পরিবর্তে তিনটি আঞ্চলিক সম্মেলন আয়োজন করা হচ্ছে এবং এই খসড়াটি লেখা হয়েছে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারত কিষাণ স্বরাজ সম্মেলন সম্পর্কে।

KSS ২০২৬-এ ভারতের চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হবে:

- **বীজের সার্বভৌমত্ব:** খসড়া বীজ বিল ২০২৫ এর নতুন সংযোজন, উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সুরক্ষা (PPV&FR) আইন ২০০১-এর প্রস্তাবিত সংশোধনী এবং খাদ্য ও কৃষির জন্য উদ্ভিদ জেনেটিক সম্পদ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি (ITPGRFA যা 'উদ্ভিদ চুক্তি' নামেও পরিচিত) -এর প্রস্তাবিত সংশোধনী আমাদের কৃষক ও দেশের বীজ সার্বভৌমত্ব এবং খাদ্য সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ফেলেছে। বীজ সংরক্ষণ আন্দোলনকেও শক্তিশালী করার উপরও জোর দেওয়া হবে।
- **এইচটি (HT) ফসল ও আগাছা ব্যবস্থাপনা:** ভারতের বীজ বাজারে এখন তিনটি নন-জিএম (non-GM) আগাছানাশক-সহনশীল ফসল এবং জিনোম-এডিটেড ধানের জাত যুক্ত হতে চলেছে। এই উভয় উদ্যোগই ত্রুটিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, সততাহীন বিজ্ঞান এবং অগণতান্ত্রিক নীতি-নির্ধারণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এগুলি জৈব বা প্রাকৃতিক কৃষির মূল চেতনা, মানদণ্ড ও চর্চাকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে; পাশাপাশি আগাছানাশকের অত্যধিক ব্যবহার এবং কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির ফলে আমাদের খাদ্য ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়বে। এখানে ভারতের কীটনাশক ও জিএম (GM) সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়েও আলোচনা করা হবে।
- **কৃষিতে শ্রম:** কৃষিতে শ্রম ব্যবস্থার জটিল পরিবর্তন হচ্ছে এবং কৃষি শ্রমিক, কৃষক, পরিবেশ এবং পশুপালনের জন্য একটি লাভজনক সমাধানের জন্য ব্যবহারিক এবং নীতিগত সংস্থান প্রয়োজন; অবশ্য MGNREGAর বদলে VBGRAMG হওয়ার পর এই বিতর্ক নতুন করে তৈরী হয়েছে।
- **মানুষ-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব:** এগুলি বৃদ্ধি পাচ্ছে, কৃষকদের জীবন, ফসল এবং গৃহপালিত পশুর উপর বন্যপ্রাণীর আক্রমণের ফলে ক্ষতি এবং দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে, যার জন্য নীতিগত ভাবে এবং বাস্তবিক ভাবে প্রশমন এবং সমাধান প্রয়োজন।

আলোচনায় মূলত সমস্যাগুলোর বিভিন্ন দিক ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ওপর আলোকপাত করা হবে। এছাড়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (ভারত-যুক্তরাষ্ট্র এফটিএ-সহ), জিন এডিটিং, নারী কৃষক ও কৃষি-বাস্তুসংস্থান (অ্যাগ্রো-ইকোলজি), জৈব বা প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজার, যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ বা 'কমনস'-এর সুরক্ষা ও পুনরুদ্ধার এবং কৃষিকাজে জ্বালানি-সংক্রান্ত বিষয়াবলির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোও এই সম্মেলনের অধিবেশনগুলোতে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আলোচনা হবে। পাশাপাশি, কলকাতার শহুরের উপভোক্তাদের সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মশালারও পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

- পরিকল্পনা:

সম্মেলনে ৫০০ জন কৃষক/অনুশীলনকারী/গবেষক/বিজ্ঞানী/শিক্ষাবিদ/কর্মী বক্তা এবং আলোচনাকারী হিসেবে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন এবং সমান্তরাল অধিবেশনে অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এতে বীজ বৈচিত্র্য উৎসব, জৈব খাদ্য, প্রদর্শনী এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর ব্যবহারিক প্রদর্শনী, বিশেষ বক্তৃতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও থাকবে। অধিবেশনগুলি অংশগ্রহণমূলক হবে। একতরফা নয়। পারস্পরিক মতের আদান প্রদান ও বিপণনের সুযোগ তৈরির জন্য ঘরোয়া আলোচনার ব্যবস্থা করা হবে। কিষাণ স্বরাজ সম্মেলন সম্মিলিত ভাবে খাদ্য সার্বভৌমত্বের উপর গুরুত্ব করে এবং আমাদের চিন্তাভাবনাকে আরো তীক্ষ্ণ এবং প্রতিবাদী আওয়াজকে আরও জোরদার করার প্রয়াসে ব্রতী।

অতীতের কিষাণ স্বরাজ সম্মেলনের এক ঝলক

২০১৮ সালের আহমেদাবাদের গুজরাট বিদ্যাপীঠে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের অনুষ্ঠানসূচী এবং ছবি
https://tinyurl.com/KSS2018Schedule এবং

https://photos.app.goo.gl/wP1WHJjU364msarK8
এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে।

২০২২ সালের মহীশূরের কর্ণাটক রাজ্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলনের অনুষ্ঠানসূচী এবং ছবি
https://tinyurl.com/KSS2022Schedule এবং

https://photos.app.goo.gl/oKr3SfwgyuFFiwKH9 এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে।

অংশগ্রহণকারী হিসেবে নাম নথীভুক্তিকরন প্রক্রিয়া

শুধুমাত্র নাম নথীভুক্তিকরন এবং নিদৃষ্ট ফি প্রদানের পর অংশগ্রহণ করা যাবে। **বিশেষজ্ঞ এবং সব আয়োজক সহ সব অংশগ্রহণকারীকে বাধ্যতামূলকভাবে নির্ধারিত নিবন্ধন ফি প্রদান করতে হবে। কারণ আমরা নিজস্ব অর্থেই এই সম্মেলন করতে চাই।** নথীভুক্তিকরন হবে আগে আসা নথীভুক্তিকরন ভিত্তিতে। এটি মনে রাখা দরকার যে "আশা" সরকারী তহবিল, প্রকল্প তহবিল, বিদেশী তহবিল এবং কর্পোরেট স্পনসরশিপের উপর নির্ভর করে না। আশা কিষাণ স্বরাজ বিগত ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে এই সম্মেলনও সর্বাধিক সম্ভাব্য পরিমাণে নিজ খরচের উপর নির্ভর করতে চায়। নথীভুক্ত সদস্যদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে একটি কনভেনশন কিট (খাতা , ব্যাগ ইত্যাদি), ডরমেটরিতে / এক ঘরে ২ জন বা অধিক থাকার ব্যবস্থা, সম্মেলনে জৈব খাবার, সব আলোচনা সভায় প্রবেশাধিকার, সমান্তরাল অধিবেশনে, বীজ বৈচিত্র্য উৎসব ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ। সম্মেলনস্থলে আসা এবং আসা যাওয়ার খরচ নিজস্ব। যাঁরা রাঁচিতে থাকার জায়গা আলাদা করে বুকিং করতে চান তাঁরা তা করতেই পারেন। তবে প্রদেয় নিবন্ধন ফি একই থাকবে এবং আশা কতৃপক্ষ এই ধরনের অংশগ্রহণকারীদের জন্য কোনও দৈনিক পরিবহন ব্যবস্থা করতে অপারগ। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে একবার দেওয়া নিবন্ধন ফি ফেরত যোগ্য নয়।

নিবন্ধন ফি:

	বিভাগ	অংশগ্রহণকারীর **নিবন্ধন ফি টাকায়**
১	বেতনভোগী এবং স্বরোজগেরে শহরবাসী, গবেষক এবং শিক্ষাবিদ, সরকারি কর্মচারী	৪০০০
২	সুশীল সমাজের সংগঠন (CSO/NGO)-এর প্রতিনিধি	৩০০০
৩	কৃষক যাদের কৃষিকাজ ছাড়া অন্য আয় আছে, গণমাধ্যম প্রতিনিধি	২৫০০
৪	কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি (কৃষক ইউনিয়ন, FPO-এর পদাধিকারী ইত্যাদি)	২০০০
৫	কৃষক যাদের কৃষিকাজ ছাড়া অন্য কোনও জীবিকা নির্বাহের উৎস নেই,	১৫০০
৬	শিক্ষার্থী	১০০০
৭	মহিলা কৃষক	৭৫০
৮	একদিনের নিবন্ধন (থাকার ব্যবস্থা নেই - শুধুমাত্র দুপুরের খাবার দেওয়া হবে)	প্রতি দিন ৫০০
৯	প্রকৃত জৈব/প্রাকৃতিক কৃষক যাঁরা ফি বহন করতে পারেন না	তাঁদের উৎপাদিত যে কোনো ভোজ্য শস্য ৮ কেজি বা ৫ কেজি ডাল

মন্তব্য: আগ্রহী আবেদনকারীদের অবশ্যই এখানে উপলব্ধ অনলাইন আবেদনপত্রের মাধ্যমে একটি স্টলের জন্য আবেদন করতে হবে। সমস্ত নিবন্ধন এবং অর্থপ্রদানের জন্য লিঙ্ক: https://sammelan.kisanswaraj.in/East-NE-India2026

উপরোক্ত ফি শুধুমাত্র স্টলের স্থান ও সুযোগ-সুবিধার জন্য প্রযোজ্য; তিন দিনের জন্য থাকা ও খাওয়ার সুবিধা পেতে হলে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী স্টল-মালিকদের অন্য যে কোনো অংশগ্রহণকারীর মতোই আলাদাভাবে নিবন্ধন করতে হবে।

নিবন্ধনের শেষ তারিখ: - ৩০ সেপ্টম্বর, ২০২৬

দয়া করে মনে রাখবেন যে শেষ তারিখের আগেই নির্ধারিত সংখ্যক নাম নথীভুক্ত হয়ে গেলে আয়োজকরা আর নতুন করে নাম নথীভুক্ত করবেন না। নিবন্ধন ফি এবং সম্পূর্ণরূপে পূরণ করা নিবন্ধন ফর্ম জমা দিলেই নিবন্ধন সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

সম্মেলনে থাকার ব্যবস্থা ও সময়সীমা: আয়োজকরা কলকাতায় ৩ দিনের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন—২৮ অক্টোবর ২০২৬-এর সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২৬-এর দুপুর ১২টা পর্যন্ত (সম্মেলনটি ২৯ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ৩ দিনব্যাপী চলবে)। বিশেষ কোনো অনুরোধ বা অন্য ব্যবস্থা না থাকলে, ৩১ অক্টোবর ২০২৬-এর সকালে সম্মেলনের স্থানে আসার সময় সকল অংশগ্রহণকারীকে তাঁদের থাকার জায়গা থেকে 'চেক-আউট' করতে হবে। নির্ধারিত সময়সীমার আগে বা পরে থাকার মেয়াদ বাড়ানোর কোনো অনুরোধ কেবল কৃষকদের ক্ষেত্রে—ট্রেনের সময়সূচির সীমাবদ্ধতার কারণে—আয়োজকরা বিবেচনা করতে পারেন। সেক্ষেত্রে

কৃষকদের অন্য কোনো জায়গায় স্থানান্তরিত হতে হতে পারে এবং/অথবা অতিরিক্ত খরচ বহনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হতে পারে। আয়োজকরা কৃষকদের ওপর অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা এড়ানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন, তবে এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। দম্পতিদের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে ব্যাগ বা লাগেজ গোছানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কারণ পুরুষ ও মহিলাদের জন্য থাকার ব্যবস্থা আলাদা হবে।

আয়োজকরা ২০ অক্টোবর ২০২৬-এর আগে অংশগ্রহণের নিশ্চয়তাপত্র (confirmation letter) ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠাবেন, যা অংশগ্রহণের মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য হবে। তবে নিবন্ধিতদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা নিশ্চয়তাপত্রের জন্য অপেক্ষা না করেই তাঁদের টিকিট বুক করে নেন।

সম্মেলনের সময় প্রদর্শনী

জৈব/প্রাকৃতিক কৃষক, কৃষক গোষ্ঠী, স্বীকৃত অলাভজনক সংস্থা, বেসরকারি উদ্যোক্তা এবং (আধা) সরকারি বিভাগগুলির জন্য কিছু প্রদর্শনী স্টলের ব্যবস্থা করা হবে যেখানে তাঁরা তাঁদের জৈব কৃষি পণ্য বিক্রি করবেন, জৈব/প্রাকৃতিক চাষ সম্পর্কিত তাঁদের কর্মকান্ড এবং প্রকল্পগুলি প্রদর্শিত হবে, কৃষি সরঞ্জাম এবং ছোট প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট, বই, টেকসই কৃষি সম্পর্কিত বার্তা, সাহিত্য এবং অন্যান্য রপ্তানি বানিজ্য সংক্রান্ত তথ্য প্রদর্শন করবেন । কৃষি উপকরণ বিক্রি ও প্রদর্শন করা যাবে না যদি না তা প্রকৃত প্রাকৃতিক/জৈব কৃষক, ছোট এফপিও এবং সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান দ্বারা উৎপাদিত হয়। একইভাবে, কোনো প্রাণিজ উপাদান ব্যবহারের অনুমতি নেই; তবে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, যেখানে উপাদানটির জৈব সত্ত্বার সততা যাচাই এর পর এমন আবেদন গ্রহণ করা যেতে পারে।

বিভিন্ন ধরণের সংগঠকের জন্য স্টল প্রতি নিবন্ধন ফি

	বিভাগ/ প্রদর্শনী	নিবন্ধন ফি টাকায়
১	বেসরকারি উদ্যোক্তা, আধা-সরকারি এবং সরকারি বিভাগ	১৫০০০
২	১২ এ সার্টিফিকেটধারী অলাভজনক প্রতিষ্ঠান	১২৫০০
৩	**কৃষক গোষ্ঠী:** **FPO, কৃষক সমবায়, SHG, ক্ষুদ্রঋণ গোষ্ঠী**	৭০০০
৪	**কিষাণ হাট:** **ব্যক্তিগত জৈব কৃষক, গ্রামে বসবাসকারী এবং তাদের নিজস্ব কৃষিপণ্য বিক্রি করার জন্য কৃষিকাজ ছাড়া অন্য কোনও আয় নেই।**	২৭০০

দ্রষ্টব্য:

আগ্রহী আবেদনকারীরা প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য প্রদান করে https://sammelan.kisanswaraj.in/East-NE-India2026

ওয়েবসাইটে উপলব্ধ অনলাইন আবেদন ফর্মের মাধ্যমে স্টলের জন্য আবেদন করতে পারেন।

প্রতিটি আবেদন একটি টেকনিক্যাল কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হবে। তাঁরা জমা দেওয়া তথ্য যাচাই করবেন, যার মধ্যে পণ্যের প্রকৃতি, দাবি করা হয়েছে, মূল্য নির্ধারণ এবং সম্মেলনের জন্য উপযুক্ত কিনা বিচার করবেন। আবেদনকারীদের থেকে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত পণ্যের অতিরিক্ত তথ্য বা নমুনা চাওয়া হতে পারে।

যাচাইকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরে, আয়োজকরা আবেদনকারীদের আবেদনের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবেন। যাদের আবেদন অনুমোদিত হয়েছে তাঁদের প্রদর্শনী নিবন্ধন সম্পূর্ণ করার জন্য একটি পেমেন্ট লিঙ্ক প্রদান করা হবে।

সফল অর্থপ্রদান এবং আয়োজকদের কাছ থেকে একটি নিশ্চিতকরণ বার্তা প্রাপ্তির পরেই স্টল নিবন্ধন নিশ্চিত করা হবে।

আয়োজকদের কোনও কারণ না দেখিয়ে সম্মেলনের সময় সহ যে কোনো মুহূর্তে স্টল/টেবিলের স্থান প্রদান না করার অধিকার থাকবে।

এই সম্মেলনের অন্তর্ভুক্ত সকল প্রদর্শনীতে প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ (পণ্যের মূল মোড়ক বা প্যাকেজিং ছাড়া), ফ্লেক্স ব্যানার এবং থার্মোকল ব্যবহার নিষিদ্ধ। এখানে যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা কিংবা পান বা তামাকজাত দ্রব্য খেয়ে থুতু ফেলাও নিষিদ্ধ। প্রদর্শকদের পণ্য বিক্রির সময় কাগজে মোড়কজাত করার মাধ্যমে 'বাল্ক ভেন্ডিং' বা খোলা পণ্য বিক্রিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। সম্মেলনের স্থান বা আবাসনের কোথাও—অর্থাৎ সম্মেলনের পুরো সময় ও পরিসরে—কোনোভাবেই তামাক বা অ্যালকোহল সেবন করা যাবে না।

যে কোনো প্রশ্নের জন্য, আপনি kisanswarajsammelan2026@gmail.com ঠিকানায় লিখতে পারেন, অথবা যোগাযোগ করতে পারেন:-

ঝাড়খণ্ডের জন্য - সন্দীপ কুমার (9955599443)

বিহারের জন্য - সাইফ (9304468443)

আসাম , অরুনাচল, মনিপুর, মেঘালয়া, নাগাল্যান্ড, মিজোরম, সিকিম, ত্রিপুরার জন্য মনোহর (9101085599)

ছত্তিশগড় ও উত্তর প্রদেশের জন্য - রোহিত (9892019369)

ওড়িশার জন্য - একাদশী নন্দী (9437412411) এবং সরোজ মোহান্তি (8895157066)

পশ্চিমবঙ্গের জন্য - ডঃ অনুপম পাল (9432356490), ভৈরব সাইনি (7384596494)